রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ১৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩, ২০১৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০৩—২১৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৫—৫৬৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯—১১৬
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১৭—৩৬
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১৫—৪৩২
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬৩.১৩-১২—জনাব দীন মোহাম্মদ, সহকারী পুলিশ সুপার, টিডিএস, ঢাকা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‌্যাব-০৯, শ্রীমঙ্গল ক্যাম্প, মৌলভীবাজার)-এর বিরুদ্ধে জনৈক সামসুদ্দোহা মাসুদ, পিতা-আব্দুস সোবহানকে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র আইনে মিথ্যা মামলায় জড়াতে পুলিশ পরিদর্শক সামেদুল ইসলামকে বাধ্য করার অভিযোগে সরাকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণের (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ২৪-১০-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬৩.১৩-৯৭৩/১নং স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৯-১১-২০১৩ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১-০৩-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব মোঃ জাবেদুর রহমান, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট-কে গত ১৫-০৬-২০১৪ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি গত ৩০-১১-২০১৪ তারিখ ১ম তদন্ত প্রতিবেদন, গত ১৫-০৪-২০১৫ তারিখ ২য় তদন্ত প্রতিবেদন ও গত ৩১-০৭-২০১৭ তারিখে ৩য় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার সর্বশেষ তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত দেন।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব দীন মোহাম্মদ, সহকারী পুলিশ সুপার, টিডিএস, ঢাকা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-০৯, শ্রীমঙ্গল ক্যাম্প, মৌলভীবাজার)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদনসমূহ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগসমূহের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ ফাল্গুন ১৪২৪/০৪ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-১১৩—ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল থানার মামলা নং ১৬ তারিখ ১৭-১১-২০১৭ মামলায় এজহারকারী বেগম শিল্পী বেগম এর মালয়েশিয়া প্রবাসী পিতা সেলিম মিয়ার নিকট হতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ টাকা ধার গ্রহণ করেন। অভিযোগমতে উক্ত টাকা ফেরত না দিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরিকল্পিতভাবে মালয়েশিয়াতে তার পিতাকে আঘাত করে হত্যা করেছেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। দেশের বাহিরে সংঘটিত অপরাধ বিধায় মামলাটি তদন্তের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-১১৫—গত ০৫-০৯-২০১৭ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানাধীন বলধারা ইউনিয়নের বাঙ্গালা গ্রামের জনৈক লালচাঁন বংশীর মন্দিরের ১০/১২টি মূর্তি ভাংচুরের ঘটনায় জনাব কাজল দাস, সাবেক যুবলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াখালী স্থায়ী ঠিকানা-কাজল দাস ওরফে কাজল চন্দ্র (২৮), পিতা-মতিলাল দাস, সাং+পোঃ-চরলালপুর, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ফেইসবুকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এবং ছবি প্রচার করে হিন্দু সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বিনষ্ট করায় আসামী কাজল দাসের বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ থানার সাধারণ ডায়েরী নং-১১৮৬ তারিখ ২৪-০৯-২০১৭ লিপিবদ্ধ করা হয়। তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৫০৫(গ) ধারামতে মামলা রুজু/তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১১৬—নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার মামলা নং-৬৫, তারিখ : ২৯-০৭-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই, বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, ল্যাপটপ, চাপাতি, চাকু ও ব্যানার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে সরকার উৎখাতসহ সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রসহ বিভিন্ন বই মুদ্রণ, প্রচার ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা ও অপরাধীদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১১৭—বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-১৭, তারিখ : ১৩-০৬-২০১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত হাসুয়া, ছোরা ও বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন জেএমবির সক্রিয় সদস্য। তারা বাংলাদেশের সংহতি ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপরাধ সংগঠনের প্রচেষ্টা করার জন্য সমবেত হয়ে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১১৮—ঢাকা জেলার ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং-০৭(০৯)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর পোস্টার নিজ হেফাজতে রেখে সরকার তথা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে মিথ্যা অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে জনগণের সম্মুখে পোস্টার লাগানোর অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১১৯—কুড়িগ্রাম থানার মামলা নং-১৭, তারিখ : ১২-০৬-২০১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ল্যাপটপ, ছবি, পোস্টার, লিফলেট, ডিস্ক হ্যান্ডবিল ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সক্রিয় সদস্য হিসেবে সংগঠনকে সমর্থন ও সংগঠনের জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনার ষড়যন্ত্রে প্রচারিত ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২০—চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-১৪, তারিখ : ১১-০১-২০১৫ এ পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বেআইনি জনতাবদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তার যানবাহনে ভাংচুর, ককটেল ও পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি ও জাতি সত্তার ক্ষতি সাধন, পুলিশের উপর আক্রমণ, জখম ও কর্তব্য কাজে বাধা প্রদান করে ত্রাস সৃষ্টি করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২১—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-১৭(০৪)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই, সিম, মেমোরী কার্ড এবং মোবাইল ফোন ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে উগ্রবাদী জঙ্গি বই, ইলেকট্রনিক্স, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র এবং তথ্য সম্প্রচারসহ সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২২—সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-০৭, তারিখ : ১৩-০৩-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই, বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আইন সঙ্গত কাজ হতে বিরত রেখে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হিন্দু, পুরোহিত ও ব্লগারসহ সমাজের বিশিষ্ট লোকদের হত্যার জন্য পরস্পরকে সহায়তা ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৩—ঢাকা জেলার দারুস সালাম থানার মামলা নং-২১(০৮)১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত চাল, আটা, বিস্ফোরক দ্রব্য, ডেটোনেটর, সাদা তার ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে ও সহায়তায় জননিরাপত্তা বিঘ্ন ও জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৪—ঢাকা জেলার লালবাগ থানার মামলা নং-০৮(০৯)১৬ এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত গুলির খোসা, চাকু, স্ক্রু-ড্রাইভার, মরিচের গুড়া, কাঁচি, ম্যাগাজিনযুক্ত পিস্তল, পেনড্রাইভ, নগদ টাকা, লিফলেট, ঘড়ি, ব্রেসলেট, পাসপোর্ট ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহায়তা ও অর্থায়ন করা, নিষিদ্ধ সংগঠন বা সত্তাকে সমর্থন করে অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৫—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-১৬, তারিখ : ১৫-০৩-২০১৪ ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতি সাধন ও ছিনিয়ে নেয়ার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৬—টাঙ্গাইল জেলার মডেল থানার মামলা নং-১৭, তারিখ : ১২-০৬-২০১৭ এ প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, বোমা, ককটেল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতার ঘটনা সংঘটনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা এবং উক্ত ঘটনার সংগঠনের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই সংগ্রহ করে নিজ দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৭—ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার মামলা নং-০৭, তারিখ : ০৪-০৯-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকার তথা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর উলাইয়ার লিফলেট বিতরণ করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৮—রাজশাহী জেলার বাঘা থানার মামলা নং-০৭, তারিখ : ০৮-০৭-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতার পরিকল্পনাসহ অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন (জেএমবির) সদস্যদের গোপন বৈঠক করা, অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১২৯—ঢাকা জেলার সাভার থানার মামলা নং-৫২(০৪)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পিস্তল, ম্যাগাজিন, মার্বেল, মোমবাতি, ঘড়ি, চাকু, রিমোট, মোবাইল ফোন, টাকা ও পেনড্রাইভসহ অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন অবৈধ মালামাল হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৩০—নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানার মামলা নং-০১, তারিখ : ০১-০৪-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন (জেএমপির) সদস্যপদ গ্রহণ ও সমর্থন করে ধ্বংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৩১—গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার মামলা নং-২৮, তারিখ : ১৩-০৮-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত মোবাইল ফোন, নোটবুক, লিফলেট ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে গোপনে ষড়যন্ত্রসহ জিহাদী বই এর মাধ্যমে প্ররোচনা ও সহযোগিতার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৩২—রংপুর জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-১৩, তারিখ : ০৪-০৫-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত গান পাউডার, মোটরসাইকেলের বল, ক্যাপাসিটর, কসটেপ, ইলেকট্রিক তার ও মোবাইল সেট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নাশকতামূলক ষড়যন্ত্র কার্যকলাপের চেষ্টাসহ বোমা প্রস্তুত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৩৩—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-০৫, তারিখ : ০৫-১১-২০১৩ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত আগুনে পোড়া ট্রাক ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইটপাটকেল ও বোমা নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা ও চলাচলরত যানবাহনের ক্ষতি করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৩৪—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-১৫, তারিখ : ১৩-১২-২০১৩ এ গত ১২-১২-২০১৩ তারিখে যুদ্ধ অপরাধী আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকরের প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে পশ্চিম দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার পথে উক্ত মিছিল হতে কে বা কারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ১০ নং বাতিসা ইউপি কার্যালয়ের দরজা ও জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে নগদ টাকা, ল্যাপটপ ও মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছবি আঁছড়ে ও ভাংচুর করে বিভিন্ন মামলার নথিপত্রসহ মূল্যবান কাগজপত্র ও আসবাবপত্রাদিতে অগ্নিসংযোগ করলে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে কার্যালয়ের প্রায় ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকার ক্ষতি সাধন হয়। পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৪৪—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৪৯, তারিখ : ১৪-১০-২০ এ গ্রেফতারকৃত আসামী সুজন রানী দাস প্রকাশ ভবানী নিজেকে মা দাবী করে আসন্ন পুজা শ্রী শ্রী ভবানী মা দশরূপে দূর্গাপুজা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মা দূর্গার মোখরে দূর্গার সনাতন ধর্মের নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসী সাধারণ লোকজনদেরকে চরমভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানে। পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বেআইনি জনতাবদ্ধে, ইচ্ছাকৃতভাবে দুরভিসন্ধিমূলক ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, আপত্তি করা ও ভয়ভীতি হুমকি প্রদর্শন করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩/২৯৫/২৯৫(এ)/৫০৬ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ২২ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৬ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০১৮-১৪৭—কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর মডেল থানার মামলা নং-৫১, তারিখ : ১৭-০১-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত একটি অটোরিক্সা, সাদা বস্তা, বস্তার ভিতরে বোমা তৈরীর লোহার কেচিং, টাকা ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-১৭৩—আশুলিয়া (ঢাকা) থানার মামলা নং-২০, তারিখ : ০৮-০৫-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে আসামীদের দেহ ও ব্যাগ তল্লাশী করে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত মোবাইল সেট, চকলেট বোমা, ছুরি, তাতাল, টেপ, মোমবাতি, ব্যাটারি, ম্যাচ, চাপাতি, কাঁচের মারবেল ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বিস্ফোরক ও বিস্ফোরক উপকরণসমূহ বেআইনীভাবে সংগ্রহ, দখল, হস্তান্তর ও নাশকতার মাধ্যমে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৩০২—পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌরসভার ০২ নং ওয়ার্ডের জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান পিন্টু গত ০৪-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৪/১২ মার্চ ২০১৮

নং ৪৬.০৪৫.০১৮.০২.৯১.০৯১.২০১৭-৫১৮—উপজেলা পরিষদ (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ এর ১৮ নং বিধি অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের তহবিল চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালনা করার বিধান রয়েছে। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার আটটি এবং লাকসাম উপজেলার একটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে 'লালমাই' উপজেলা সৃষ্টি/গঠন করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি বিধায় আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

০২। উক্ত প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৭২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কুমিল্লা জেলার নবগঠিত 'লালমাই' উপজেলার নির্বাচনান্তে পরিষদ গঠনসহ নির্বাচিত চেয়ারম্যান কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ না করা বা পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত উক্ত উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা স্বার্থে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এর অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (লালমাই উপজেলার দায়িত্বে) এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন ও ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ০৪ এপ্রিল ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.১৭-১৮০—বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী ড. এম মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, পিতা: জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ফ্ল্যাট নং-৩/এফ, বাড়ি নং-৪১, রোড নং-৯/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকাকে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে নিয়োগের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ১২ অনুযায়ী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে তার পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাঈদ কুতুব
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৫ চৈত্র ১৪২৪/২৯ মার্চ ২০১৮

নং তম/চলচ্চিত্র/সেবো-১১/২০১১/১০০(৫)—জনাব লায়ন এম শফিউল আলম, প্রযোজক, চাটগাঁ ফিল্ম প্রোডাকশন লিঃ, ফেবার ইন টাওয়ার, ৬৫৯/এ, স্টেশন রোড, কোতায়ালী, চট্টগ্রাম কর্তৃক নির্মিত **'পবিত্র ভালবাসা'** নামক চলচ্চিত্রটি The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment, 2006) এর 4B(1) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাচক করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহীন আরা বেগম, পিএএ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ঃ ১ চৈত্র ১৪২৪/১৫ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯০—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-১৮(১২)১৬ এ তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ল্যাপটপ, মোবাইল, লিফলেট ও বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯১—ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার মামলা নং-১৫(০১)১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, জিহাদী বই, ব্যাগ, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর এর কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ষড়যন্ত্র এবং লিফলেট বিতরণের উদ্দেশ্যে হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯২—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৫৯(০২)১৭ এ তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৩—ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার মামলা নং-২৪(০৫)১৭ এ গত ১৪-০৫-২০১৭ তারিখে শাহবাগ থানাধীন এলাকায় আসামীদ্বয় শাহবাগ মোড়ে দাড়িয়ে শো ডাউন করছিল। এ সময় লিফলেট ও ব্যানারসহ আসামী মোঃ মাহবুব হাসান (৪০) সহ ০২ জনকে আটক করা হয়। তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে রসুলের রূপ ধারণপূর্বক মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৫(এ)/ ৪১৯ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৪—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-১৫(০১)১৭ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পিস্তল, চাকু, গ্রেনেড, মোটরসাইকেল, হেলমেট, শুকনা মাটি ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জঙ্গি তৎপরতার পরিকল্পনা ও জঙ্গিবাদের সমর্থনে অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি মজুদ, সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও প্ররোচনার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৫—ঢাকা জেলার ডেমরা থানার মামলা নং-১২(০৫)১৬ এর তদন্তে ও জব্দকৃত মালামাল মোবাইল ফোন, সিডি, উগ্রপন্থি লিফলেট, ফেসবুকের আলাপচারিতার স্ক্রীনশট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা উক্ত মাসের শেষ সপ্তাহে ভোলা জেলায় কোন এক যাত্রা মঞ্চে পেট্রোল বোমা মেরে লোকজনকে হতাহতের পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও প্ররোচনার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৬—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-১৫(০৬)১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত হ্যান্ডবিল, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জঙ্গি সংগঠনের (জেএমবির) সদস্য ও সমর্থক হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং কর্মকান্ডে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লিফলেট বিতরণ করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৭—ঢাকা জেলার শাহ আলী থানার মামলা নং-০৯(০৮)১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ব্যাগ, ল্যাপটপ, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে অপরাধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৮—ঢাকা জেলার ভাষানটেক থানার মামলা নং-২৮(০৯)১৭ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে উক্ত সংগঠনের লিফলেট বিতরণ করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংগঠনের প্ররোচনা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.১৯৯—ঢাকা জেলার মতিঝিল থানার মামলা নং-১১(০৬)১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত প্রিন্টার, মনিটর, জাল পাসপোর্ট, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে জালজালিয়াতির মাধ্যমে পাসপোর্ট তৈরী ও নিজ দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.২০০—ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার মামলা নং-০৮, তারিখঃ ০৮-১০-২০১৫ এ গত ০৮-১০-২০১৫ তারিখে ভোর ০৫.৩০ টার সময় হরিরামপুর সাকিনে শামছুদ্দিন দারুসসুন্নাহ মহিলা কওমী মাদ্রাসার মাঠে কতিপয় উগ্রপন্থি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গোপন বৈঠক করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় এজাহারনামীয় ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জামায়াতে ইসলামের নেতা-কর্মী মর্মে জানা যায় এবং তারা দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল মর্মে স্বীকার করে। পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড সংঘটন করার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.২০১—নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং-১৪, তারিখঃ ০৭-০-৪-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ব্যাগ, চাকু, গান পাউডার, ইলেকট্রিক তার, নগদ টাকা ও বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে দেশের অখন্ডতা, সংহতি ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি ও ধ্বংশের ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি ও প্ররোচনা করে দলভুক্তির উদ্দেশ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ, ধারালো চাকু, জিহাদী বই ও বিস্ফোরক দ্রব্য নিজেদের দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.২০৩—শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানার মামলা নং-০৭, তারিখঃ ১১-০৬-২০১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত কাঁচের বোতল, স্কচটেপ, পলিথিন ব্যাগ, ককটেল তৈরীর উপকরণ ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধনকল্পে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির নিমিত্ত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.২০৪—বগুড়া জেলার বগুড়া সদর থানার মামলা নং-১১৫, তারিখঃ ২৬-০৮-২০১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, লিফলেট, ককটেল, চাপাতি, ডেগার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকার বিরোধী বিভিন্ন জিহাদী বই ও অস্ত্র নিজেদের হেফাজতে রেখে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ ঃ ৪ চৈত্র ১৪২৪/১৮ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭.২০৫—সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ ০৮-০৪-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, লিফলেট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আইন সঙ্গত কাজ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে এবং তৎকাজে পরস্পরকে সহায়তা ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ঃ ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০১১.১৫-২৯৫—যেহেতু, জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বর্তমানে আঞ্চলিক উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চল, রংপুর, সাবেক কর্মস্থল রাজশাহী জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প)ঃ ২য় খণ্ড শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়নে—

(ক) পাবনা জেলার (১) ফরিদপুর উপজেলার দিঘুলিয়া বাজার ভায়া পাঁচপুংলীহাট সড়কে নারায়নপুর ঘাটে বড়াল নদীর উপর ১৮০.১২৫ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ও (২) ভাংগুড়া উপজেলার নওগাঁ সড়কে গোমনী নদীর উপর ১৬০.১০ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার মেসার্স আমিন ট্রেডার্স জেভি-কে ব্রীজ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ১৭টি কাজের অভিজ্ঞতার মিথ্যা সনদপত্র প্রদান; এবং

(খ) উক্ত গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজে চুক্তি ভঙ্গের কারণে ঠিকাচুক্তি বাতিল করা হলে ৪টি পাইলের কাজ সম্পন্ন হলেও মিথ্যাভাবে ২০টি পাইলের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে মর্মে ঠিকাদারের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য প্রদান; এবং

(গ) ২০১১ সালে শুরু হওয়া উক্ত ২টি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ ৫১% থেকে ৫৪% বাস্তবায়ন শেষে স্থবির হয়ে থাকায় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়া; এবং

(ঘ) কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নে এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্পত্তিতে অবৈধভাবে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাঙ্গালী মডেল কিন্ডার গার্ডেন স্কুল অপসারণে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডির প্রশাসনিক আদেশ অমান্য করা; এবং

(ঙ) কুড়িগ্রাম জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ৯৫০ মিটার দীর্ঘ ধরলা ব্রীজ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে গাফিলতি ও দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বর্ণিত অফিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ম.ই.ই. উইং জনাব এ, বি, এম, আরশাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে কেন চাকুরী হতে বরখাস্ত বা অন্য কোন দণ্ড প্রদান করা হবে না তার জন্য ২য় কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেয়া হয় ও তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, দাখিলকৃত প্রথম জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত কাগজাদি ও দ্বিতীয় জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ নবীউল ইসলামকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে নিম্নপদে অবনমিতকরণের দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত হয়; এবং

যেহেতু, Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর বিধান মোতাবেক জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড হিসেবে নিম্ন পদে অবনমিতকরণ দণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তে কমিশন একমত পোষণ করেছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বর্তমানে আঞ্চলিক উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চল, রংপুরকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক নিম্নপদে অবনমিতকরণের (নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ হতে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী পদে, জাতীয় বেতন স্কেলের ৬ষ্ঠ (গ্রেড) দণ্ড আরোপ করা হলো। তাঁর নিম্নপদে অবনমিতকরণের দণ্ড আগামী ৩(তিন) বছর বহাল থাকবে। এই সময়ে তিনি জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে বেতন পুনঃ নির্ধারণপূর্বক বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। এই অবনমিতকরণের দণ্ডের মেয়াদ শেষে তিনি বর্তমান পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

তারিখ ঃ ৪ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৫.২০১৫-৩০১—যেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে কর্মরত থেকে এলজিইডির আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আরুয়া-কলকলিয়া উপ-প্রকল্প আনোয়ার খালি খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগে এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যত্রাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ম.ই.ই উইং জনাব এ, বি, এম, আরশাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার "দ্বিতীয় কারণ দর্শানো" নোটিশের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান এর দুই দফা জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় গত ০৬-০৭-২০১১ খ্রি. তারিখে উপজেলা প্রকৌশলী (চঃদাঃ) পদে যোগদান করেন। তাঁর দায়িত্ব নেয়ার পর দেখতে পান যে, আরুয়া-কলকলিয়া (এসপি নম্বর ৩১০০৪) উপ-প্রকল্পের ৭০% ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০% ভাগ কাজ উপ-প্রকল্পে ইতঃপূর্বে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার সম্পাদন করতে থাকেন। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ Drawing Design & Specification অনুযায়ী করা হচ্ছে কিনা তাহা উক্ত উপ-প্রকল্পের তদারকির দায়িত্ব থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কনসালটেন্ট ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ এর সাথে নিয়মিত পরিদর্শন করতে থাকেন। সকলের যৌথ তদারকি, পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক ঠিকাদার Drawing Design & Specification মোতাবেক ২৫-০১-২০১২ তারিখে কাজটি সমাপ্ত করেন। বিধি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত হওয়ার দিন থেকে ০১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন ত্রুটি সংশ্লিষ্ট কাজে প্রকাশ না পেলে ঠিকাদারের জামানত ফেরত দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই ক্ষেত্রে কাজ সমাপ্ত হওয়ার প্রায় দেড় বছর পর কাজে তখন পর্যন্ত কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না পাওয়ায় ১৬-০৭-২০১৩ তারিখে জবাবদানকারী বিধি মোতাবেক জামানতের টাকা ফেরত প্রদানের সুপারিশ করেন। উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ০৩ বছর ০৪ মাস পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট অঞ্চল কর্তৃক পরিদর্শনে উক্ত কাজের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে বলে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানির ঢেউয়ের আঘাতে কাজটির আংশিক সিসি ব্লক ঐ সময়ে বসে যেতে পারে, যাহা স্বাভাবিক ও মেরামতযোগ্য এবং ইতঃমধ্যে তাহা যথারীতি মেরামত করা হয়েছে।

যেহেতু, অরুয়া-কলকলিয়া (এসপি নম্বর-৩১০০৪) উপ-প্রকল্পের কাজটি সমাপ্তির প্রায় ১১ মাস পর প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং পাববস কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যথাযথ পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হয়। এক পর্যায়ে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প থেকে কাঙ্খিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না, যাহা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট বিভাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী, হবিগঞ্জ ও কনসালটেন্টসহ উক্ত সাইট পরিদর্শন করেন এবং দেখা যায় যে, ডিজাইন মোতাবেক ঠিকাদার কাজ করেছেন। পরিদর্শনে পর্যবেক্ষিত হয় যে, structure টি যে Bed level এ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে খালের সেচের পানি সংরক্ষণ হয় না। যার কারণে বর্তমানে Bed level হতে অন্তত ১.৫০ মিটার উঁচুতে Hydraulic structure টি পুনঃসংস্কারের মাধ্যমে প্রকল্প যাতে জনসাধারণের উপকারে আসে সেদিক বিবেচনায় রেখে ৩৫ লক্ষ টাকার পুনঃপ্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ দরপত্র আহ্বান করে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়। যাহার কাজ পুনঃ প্রাক্কলন ও ডিজাইন অনুসারে ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

যেহেতু, আনোয়ারখালী খাল পুনঃখনন (এসপি নম্বর-৩৫১৭২) উপ-প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার বিধি মোতাবেক প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিল প্রদানের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বললে তার কথা অনুযায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী একটি বিল প্রস্তুতক্রমে দাখিল করেন। দাখিলকৃত বিলে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সম্পাদিত কাজের উপর সন্তোষজনক প্রত্যয়ন প্রদান করলে ঐ প্রত্যয়নের ভিত্তিতে তিনি বিলের উপর স্বাক্ষর করেন ও বিলটি নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করেন। উক্ত প্রকল্পের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ যাবতীয় নথিপত্র এবং বিল ভাউচার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সংরক্ষিত থাকে। ঠিকাদারকে কাজের অতিরিক্ত ১৬,৫২,০৩৯/৫৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও বাস্তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকালে দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে সিট পাইলের ১০,৮৭,১৭৮/- টাকা কর্তন না করে ঠিকাদারকে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়। যাহা পরবর্তীতে ঠিকাদারের নিকট থেকে সিট পাইলের টাকা বাবদ যথাযথভাবে আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করা হয়েছে। এছাড়াও ঠিকাদারকে পরবর্তীতে প্রদত্ত অপর দুইটি চলতি বিলের সাথে পূর্বেকার অতিরিক্ত প্রদত্ত অবশিষ্ট ৫,৬৪,৮৬১/৫৩ টাকা সমন্বয় করে কর্তন করা হয়েছে। কাজটি তখনও পর্যন্ত চলমান থাকায় এই বিষয়ে কোন প্রতিবেদন দেওয়া হয়নি।

যেহেতু, আনোয়ারখালী খাল পুনঃখনন (এসপি নম্বর-৩৫১৭২) উপ-প্রকল্পের কাজে সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব ফরিদ আহমেদের সন্তোষজনক প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ও মাপবহিসহ বিলটি দাখিল করা হয়। দাখিলের সাথে সাথে তিনি মোবাইল ফোনে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম-কে জানান। উপ-প্রকল্পের কাজে মন্থর গতি থাকায় ঐ মুহূর্তে বিল প্রদানের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলীর মোবাইল ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ধমক দিয়ে বিলটি তাড়াতাড়ি স্বাক্ষর করে পাঠাতে নির্দেশ দেয়ায় তিনি বিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন। উল্লেখ্য বিলে স্বাক্ষর প্রদানের সময় ঐ উপ-প্রকল্পের ৯০% ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ১০০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে মোঃ সৈয়দুর রহমানকে দোষী প্রমাণিত মর্মে মন্তব্য করেছেন।

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা আরো মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের মূল ডিজাইন মাঠের অবস্থার উপযোগিতা বিবেচনা করা হয়নি। ফলে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব মশিউর রহমান, ডিজাইন অনুমোদন করেছেন এবং কনসালটেন্ট জনাব নূরুল আমিন মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক বাস্তবায়ন কাজ মনিটর করেছেন। এমনকি তিনি প্রকল্প ৩টির কাজ সম্পাদনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত বিল, প্রকল্প হস্তান্তর এবং ঠিকাদারের জামানতের টাকা প্রদান করা হয়েছে। জনাব নূরুল আমিন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম প্রকল্প ৩টির বাস্তবায়নে বর্ণিত বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি বা সহযোগীদের নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন না।

যেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় মূল পরিকল্পনা ও ডিজাইন এলজিইডি সদর দপ্তর থেকে সম্পন্ন হয়েছে। কনসালটেন্ট কর্তৃক সার্বক্ষণিক বাস্তবায়ন, মনিটরিং করেছে। কনসালটেন্ট জনাব নূরুল আমিন প্রকল্প ৩টির কাজ সম্পাদনের চূড়ান্ত বিল প্রকল্প হস্তান্তর এবং ঠিকাদারের জামানতের টাকা প্রদান করা হয়েছে।

যেহেতু, ইতঃমধ্যে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে অতিরিক্ত বিল প্রদান, অধস্তন কর্মকর্তাদের মাপসহি ও বিল বহিতে স্বাক্ষরকরণে বাধ্য করার অপরাধে জনাব মোঃ রবিউল ইসলামকে পদাবনতির দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

যেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থেকে এলজিইডির আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আরুয়া-কলকলিয়া উপ-প্রকল্প, আনোয়ারখালি খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মে সহযোগিতা করেছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং তাঁর অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে তাঁর রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালায় ৩(এ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অপরাধে একই বিধিমালার ৪(২) এর বিধান মোতাবেক তাঁকে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হল। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবদুল মালেক
সচিব।